মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র
গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত
শ্রীভক্তি-পত্র
পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুর
১
৫৭ বর্ষ ॐ ২য় সংখ্যা ॐ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা ॐ ভাদ্র, ১৪২৬ ॐ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-6294414862, STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪
আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। ভক্তি ভক্তের মণিকোঠার ধন	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। গুরুবর্গের সেবার ফল	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ।	৬
৫। শ্রীদশমূল শিক্ষা	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	৯
৬। কলকাতা মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	১১
৭। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মিউজিয়াম উদ্বোধন মহোৎসব	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	১২
৮। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শততম শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ নিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ।	১৪
৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম প্রসঙ্গ	বিমলাপ্রসাদ দাসাধিকারী।	১৭
৯। বাগবাজারে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৮
১০। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার কার্যাবলী—২০১৯	—	১৮
১১। উর্জ্জাব্রতকালে ধাম পরিক্রমা পঞ্জী	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি- শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট। **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৭ বর্ষ ❀ ২য় সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র, ১৪২৬ ❀ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

সারকথা

**এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এতধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৮।২৬-৩১)**

**মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৮।৩৯-৪০)
প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ সেবন-ব্রত কৈল নির্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—৩।৭-৮)
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা,—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৪।১৬৫)**

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

ভগবানের ন্যায় যাঁহার গুরুদেবেও অচলা ভক্তি আছে, তাঁর কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (চৈঃ চঃ)

যে সময় তৃণাদপি সুনীচ থাকা যাবে, সেই সময় হরিকীর্ত্তন হবে, একটুকু উঁচু হতে চাইলেই কীর্ত্তন হ'তে ছুটি পেতে হবে।

প্রঃ—জীবের চালক কে?

উঃ—বিষ্ণুই সর্বজীবের নিয়ামক ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম করে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলদান করেন। পূর্বকর্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণার দ্বারা কার্য করতে থাকে। জীব হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজ্যকর্ত্তা, আর ঈশ্বর প্রযোজককর্ত্তা। জীব নিজ কর্মের কর্ত্তা হয়ে যে ফল-ভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্মের উপযোগী হচ্ছে, সে সকল ফলভোগে ও কার্য-করণে প্রযোজক কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব রয়েছে। ঈশ্বর ফলদাতা আর জীব ফল-ভোক্তা।

শরণাগত ভক্তগণকে ভগবান স্বয়ংই চালিত করেন। বহির্মুখ জীবগণ মায়াশক্তি দ্বারা চালিত হয়।

প্রঃ—আরোহবাদ কাহাকে বলে?

উঃ—আরোহবাদ বলতে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার নীতি। সেরূপ uphill work is the most puzzling task. শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ uphill work বা রাবণের 'স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা' নীতি পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

একটা হচ্ছে লণ্ঠন যোগাড় করে গায়ের জোরে রাত্রে সূর্য দেখতে যাবার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা বা অপেক্ষা করে সূর্য-রশ্মিতে সূর্য দেখা। প্রেয়ঃকামী হলেই আমাদিগকে আরোহবাদ হ'তে হ'বে—জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্মের প্রয়াস করতে হবে। আরোহবাদ-চেষ্টাটা সর্বদাই অসম্পূর্ণ থাকবে। বিশ বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতার কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে; হাজার বছরের সভ্যতা, অভিজ্ঞতার কাছে দুশো বছরের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা একেবার বাতিল হতে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুসরণ করেন না। তাঁরা অবরোহ-পন্থী।

প্রঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে কি পার্থক্য

উঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তত্ত্বতঃ একই বস্তু। উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব, পূর্ণতত্ত্ব, শক্তিমান তত্ত্ব। মাধুর্য-বিগ্রহ কৃষ্ণই ঐশ্বর্য-মূর্ত্তিতে বিষ্ণু বা নারায়ণ। কৃষ্ণ দ্বিভুজ, মুরলীধর; আর বিষ্ণু চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মাধারী। বিষ্ণুতে ৬০টি গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে আর কৃষ্ণে ৬৪টি গুণ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। কৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করিতে পারেন, কিন্তু নারায়ণ কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ (গৌরব-সখ্য) এই ২৷০ প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা হয়; কিন্তু কৃষ্ণের সেবা শান্ত, দাস্য, বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস—এই পঞ্চরসে সর্বতো ভাবে প্রগাঢ় প্রীতির সহিত নিজ পতি, পুত্র প্রভৃতি জ্ঞানে হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূল-দীপস্বরূপ, তাঁহা হইতেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ মাধুর্যবিগ্রহ আর বিষ্ণু ঐশ্বর্যবিগ্রহ। কৃষ্ণ পরমেশ্বর হইয়াও নিজেকে ঈশ্বর মনে করেন না পরন্তু নিজেকে নন্দের পুত্র, রাধার নাথ প্রভৃতি বলিয়াই জানেন; কিন্তু বিষ্ণু ঈশ্বর-অভিমানী। বিধিমার্গে বিষ্ণু-সেবা আর রাগমার্গে কৃষ্ণ-সেবা হয়ে থাকে। বিষ্ণুসেবায় সম্ভ্রমবুদ্ধি থাকায় সঙ্কোচ-ভাব আছে; কিন্তু ব্রজবাসী ভক্তগণের কৃষ্ণসেবায় কোন সঙ্কোচ নাই।

প্রঃ—বৈষ্ণব কে?

উঃ—গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব। সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত দীক্ষিত ভক্তগণই বৈষ্ণব। গুরুভক্তির তারতম্য অনুসারেই কৃষ্ণভক্তির তারতম্য বা বৈষ্ণবতা। গুরুত্যাগী বা গুরুদ্বেষী ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে; সে অবৈষ্ণব, পাষণ্ডী ও নারকী। গুরুদ্রোহী ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিদ্বেষী, সমগ্র জগতের বিদ্বেষী। গুরুনিষ্ঠ নিষ্কাম ভক্তই শুদ্ধভক্ত। তাই বলি—

(ক্রমশঃ)

"ভক্তি ভক্তের মণিকোঠার ধন"

(শ্রীগুণ্ডিচামার্জন উৎসবে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা
শ্রীল গুরুমহারাজের ১২০তম বার্ষিক আবির্ভাব তিথি)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান—পুরীধাম

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা বহু ভক্ত সমক্ষে এসে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের প্রাক্কালে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতের সমাপ্তিতে এখানে একত্রিত হয়ে ভগবানের কিছু কথা শ্রবণ করার চেষ্টা করছি।

পুরুষোত্তমের সুখবিধান কি করে হয়, সেটা গুরুবর্গগণ তাঁদের life-এ দেখিয়েছেন। আমরা সেই কথাগুলো শুনেছি বা দেখেছি। ভগবান শ্রীগৌরহরি জগতের ত্রাণের জন্য এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে নীলাচল ভূমিকে পবিত্র করে নীলাচলের culture কে অতিশয় বর্দ্ধিত করে যেটা জীবনে দেখিয়েছেন সেটা অভিনব এবং সুন্দর। **ভক্তিতে প্রণোদিত করতে গেলে ভক্তির অভিধাবৃত্তি নিয়ে যদি চলতে পারি তাহলে ভক্তির রাস্তায় চলা হয়।**

'ভক্তি পরেশানুভব বিরক্তিরন্যত্র'

ভক্তি পরেশানুভব আনাবে এবং ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে সেইজন্য আমাদের গুরুবর্গের কৃপায় এবং তাঁদের life-এ লীলাতে দেখিয়েছেন যাতে আমরা সহজে সেই কথাগুলো অনুভব করতে পারি। ভক্তি পরেশানুভব আনাবে এবং 'বিরক্তিরন্যত্র' মানে ভগবদ্ ইতর বিষয়ে বিরক্তি আনাবে। এই ভক্তি করা অত সহজ কথা নয়। **ভক্তি ভক্তের মণিকোঠার ধন, তার সন্ধান পাওয়ার জন্য ভক্তের সঙ্গ লাভ বা কৃপা সান্নিধ্যের প্রয়োজন আছে।** কোনপ্রকার অভিধাবৃত্তি দ্বারা লাভ না হলে বুঝতে হবে যে আমাদের ভক্তি করা হচ্ছে না। জগতের মর্ত্ত্য জীব আমরা বহু চেষ্টা করেও যেটা আমরা পেতে পারি না সেটা এসব ধামে গুরুবর্গের আবির্ভাব তিরোভাবকে কেন্দ্র করে বা তাঁদের কোন তিথিকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ''পরস্পর অনুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ''—এসব করতে করতে আমাদের ভারাক্রান্ত চিত্ত যখন হালকা হয় এবং হালকা হয়ে যখন অনুধ্যান করতে শেখে, ভগবানের অনুধ্যান, তাঁর কথার অনুধ্যান, যাত্রা মহোৎসবের অনুধ্যান করতে থাকে তখন আমাদের সুবিধার পালা আসতে থাকে। অসুবিধা যাবে আর সুবিধা আসবে যদি আমরা ঠিক ভক্তি করতে পারি। **ভক্তি বিরাট জিনিস, ভক্তি একটা সহজ কথা নয়, ভক্তি একটা সহজসাধ্য বস্তু নয়, কৃত্রিম উপায়ে লাভ হয় না।** যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে ভজন করতে না শিখব, ততক্ষণ শুদ্ধভক্তিলাভ সম্ভব হবে না। জ্ঞান কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত হয়ে যদি আমরা ভক্তি করি সেটাই আমাদের উন্নত Class-এর ভক্তিতে পরিণত হবে। ভক্তির আবার Class কি?—ভক্তির Class আছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের কৃপায় আমরা জানতে পারি যে ভক্তি dynamic way তে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি যদিও ভক্তির জন্য Prescribe হয়েছে কিন্তু সে অত্যন্ত বাহ্য জিনিস। শ্রীল রায় রামানন্দ সংবাদে দেখানো হয়েছে, গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত ভক্তির কথা আছে, প্রেমভক্তি, তাকে আত্মস্থ করতে পারে ভগবানের ভক্তির রোচমানা বৃত্তির দ্বারা।

আমরা অতিশয় হীন দীন কাঙাল হয়ে এ ধামে এসে দেখছি যে ভক্তির প্লাবন চলছে। এই প্লাবন কিসের প্লাবন? অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় ভক্তিতে প্লাবিত চিত্ত হলে এর ধারে কাছে এসে এর আস্বাদন করতে পারা যায়।

জগতের জীব আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মস্থ হই, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তি করা যায় না। স্বরূপেস্থিত হয়ে ভক্তি করতে হয়। জগত জীবের কল্যাণের হেতু জগন্নাথ মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করছেন। জগত জীবের কল্যাণ সাধিত হয় এতবড় যার মহিমা শ্রবণ করে, কীর্ত্তন করে, অনুকীর্ত্তন করে, তাঁর ধামে থেকে, তাঁর প্রসাদ সেবা করে আমরা এই সমস্ত জিনিস ক্রমান্বয়ে লাভ করতে পারি। এইটুকুই যথেষ্ট নয়, **পরমার্থ নীতিতে চলতে গেলে যে সমস্ত জিনিসের দরকার সেগুলো সবসময় আচরণ মুখে থাকা দরকার।**

শ্রীল গুরুমহারাজের সময় আমরা যখন আসতাম,

শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতেও এসেছি দু'একবার, তাতে বোঝা যায় যে মহাপ্রভু সাক্ষাদ্ কৃষ্ণ অনুশীলন করে শিক্ষা দিয়েছেন।

উৎকল দেশের শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র থেকে ভক্তির প্রবাহটা শুরু হবে অর্থাৎ উৎকল দেশে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এসেছিলেন তখন একটা প্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্লাবনটা কি থেমে গেল? না, Continuously চলতে থাকল এটা যদি কেউ প্রশ্ন করে তবে তার উত্তর হবে এই প্লাবন থেমে যায় না, **ভক্তিটা থেমে যাওয়ার জিনিস নয়, সেটা কিছুটা অধিক time taking হতে পারে কিন্তু থেমে যায় না।**

জগত জীবের করুণার জন্য মহাপ্রভু অবতার গ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে জগতকে সমস্ত ভক্তির বিপরীত যে জিনিসগুলো থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে Positive way তে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। যার ফলে আজ আমরা একটু ছিটেফোঁটা দেখছি। ভক্তির কথা যে শুনছি আমরা সেটা মহাপ্রভুর দয়ায়। মহাপ্রভু বলতেন যে—''যাবৎ আছে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি, তাবৎ করো কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি।'' শরীরের বল যখন অটুট থাকে তখন ভক্তি করা যায়, কমে আসলে তখন ইন্দ্রিয়গুলো আর কাজ করতে পারে না, তখন ভক্তি করতে পারে না। ভক্তির এই যে রীতি, ভক্তি যা ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর নিজে করে দেখিয়েছেন। কিন্তু অত উঁচুতে আমরা উঠতে পারি না। একটু একটু করে ভগবানের কথা শুনলে ধীরে ধীরে ভক্তি করা যায়। তিনি কথা শোনার উপর জোর দিয়েছেন—

''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্''।

এই যে কথাটা বলেছেন—আমাদের হৃদয়ে যত কল্মষ থাকে ভক্তি করতে করতে সেগুলো কমে যায় এবং ক্ষীণ হয়ে শেষে চলে যায়। ভক্তি আমরা করছি কিন্তু পরেশানুভব আনাচ্ছে না বা ভক্তি করতে করতে আমাদের যে ভক্তির একটা honestic attitude রক্ষা করেও, ঠিক বুঝতে পারছি না, বা ধরতে পারছি না যে কোথায় ফাঁক থাকছে। সেজন্য অত্যন্ত মরমী ভক্তগণের সেবার দ্বারা এটা পাওয়া যায়। জগত জীবের ভাগ্যে মহাপ্রভুর আগমন একটা বিরাট যুগান্তকারী ঘটনা।

এই ঘটনার পরে ভক্তির প্রবণতা অনেক গুণ বেড়েছে এবং তাই আমরা ভক্তিতে বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি। পুরুষোত্তম মঠে আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা গৃহে গমন।

নীলাচলে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন লীলা যে প্রকট করেছিলেন শ্রীগৌরসুন্দর তাতে আমরা গুণ্ডিচায় গিয়ে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। আজকে অধিক time হয়ে গিয়েছে বিশেষ কথা বলার থাকলেও এখন গুণ্ডিচা মার্জন হবে তাই time সংক্ষেপ বলে, এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥''

গুরুবর্গের সেবার ফল

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রথম (৬০ তম) শুভ আবির্ভাব তিথি পূজা বাসরে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ

স্থান—বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, তাং-২৯-০৮-২০১৯

আজ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবকালে এই ক্ষুদ্র জীবকীট তাঁর জন্ম তিথিকে উপলক্ষ্য করে ভক্তগণের এবং বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ থেকে যে মহিমা কথা শ্রবণ করলাম তা কৃষ্ণের গুণ-মহিমা রূপে শ্রীলগুরুবর্গের চরণে অর্পন করছি।

শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

''এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্ব্বৃতঃ নিয়তার্থো ভজেত,
সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র॥ (ভাঃ ২।২।৬)॥

আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে ভাগবতের এই অমূল্য শ্লোকের সহজ ও মর্ম কথা শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। এই শ্লোকের মর্ম কথাই গৌড়ীয়গণের Philosophy। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে বলছেন—সকলের হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ এক তত্ত্ব বসে রয়েছেন

তাঁকে ভজনা করা উচিত। আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের মধ্যে যে স্বতঃসিদ্ধ বস্তু রয়েছেন তিনিই আত্মা তিনিই প্রিয়, তিনি ভগবান এবং অনন্ত। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, আত্মার আত্মা তিনি। তাঁর মধ্যে যে প্রিয়ত্ব গুণ রয়েছে জগতে আর কোন আত্মীয় স্বজন, ভাই, বন্ধু, পরিবারের মধ্যে সেই প্রিয়ত্ব ধর্ম নেই, তিনি আমাদের সকলের প্রিয়, তিনি নিষ্কপটভাবযুক্ত হয়ে উচ্চনীচ, বড় ছোট পাপীতাপী সকল জীবকে ভালোবাসেন। তিনি ভগবান, সমস্ত ভজনীয় গুণ তাঁর মধ্যে রয়েছে, ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার তিনি, অনন্ত শক্তি তাঁর অপার লীলা অনন্ত গুণ ও কৃপা, তাকে কেন ভজনা করব না? সংসারে মায়ার পিছনে না দৌঁড়ে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে সেই শ্রদ্ধার বস্তু পরমাত্মাকে যদি ভজনা করো তাহলে সংসারের হেতু যে অবিদ্যা সেটা কেটে যাবে।

আজ আমার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, ভাগবতের এই কথা যা আমার শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শুনে আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল সে কথাই আপনাদের কাছে অনুকীর্ত্তন, অনুচর্ব্বন করে আপনাদের কাছে কয়েকটি আবেদন রাখতে চাই আমি।

''জীবন অনিত্য জানহ সার
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার।
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে ॥''

মহাজনগণ এরকম বলেছেন, যে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব আমাদের সকলের হৃদয়ে বসে রয়েছেন, তাকে ভজন করা কঠিন নয়। যাঁকে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ অনুভব করা যায় তাঁকে বাদ দিয়ে শান্তি পাওয়া যায় না, তাঁকে বাদ দিয়ে আনন্দের চর্চা হয় না, তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবনের পূর্ণতা আসে না। ভাগবতের এই শিক্ষা যেদিন শ্রবণ করেছিলাম সেদিন আকর্ষিত হয়েছিলাম কিন্তু এর মহিমা বুঝতে পারি নাই। আজ ৪৫ বছর পর সেই শ্লোকের অর্থ কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি।

গৌড়ীয় মঠ বা গৌড়ীয় গুরুবর্গ আমাদের কি দেন? আমাদের হরিসেবা করতে বলেন। জগতের লোক যতপ্রকার সেবার কথা বলেই চিৎকার করুক না কেন, হরিসেবার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন সেবা নেই। হরির সেবা আর হরি সেবকের সেবা এটাই পরোধর্ম আর এটাই গৌড়ীয় মঠের Philosophy। এত বছর ধরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মতিথি, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি আমি পালন করে আসছি কিন্তু আজ আমার জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে উৎসব কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখেছি শ্রীবলদেব প্রভুর তিথির পরে জন্মাষ্টমীর তিথি এই দুইয়ের মধ্যে আমার মতো এক দাসানুদাসকে উপলক্ষ্য করে সকল সহৃদয় ভক্তসমাজকে ডেকে নিয়ে এসে তাদের দ্বারা যৌতুক প্রদান করিয়ে তাদের হৃদয়ের ভাবকে মার্জিত করে তাতে ভক্তির উদ্রেক করিয়ে পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গের শ্রীচরণে তা অর্পন করে কৃষ্ণ কিরকম নিজের সেবা নিজের প্রচারটা আদায় করে নেবার কৌশল করেছেন। কৃষ্ণ বড় নাটুয়া, ভাবলে অবাক হতে হয়।

আমি অনেককেই শাসন করেছি, অনেকে আমার শাসন বাক্যে দুঃখ পেয়েছেন আজও হয়ত পান। কিন্তু শাস্ত্রের দৃষ্টিতে দেখতে পাই শ্রীজগন্নাথদেব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে থাপ্পর মেরেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শিবানন্দ সেনকে লাথি মেরেছিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত হরিচন্দনকে থাপ্পর মেরেছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীকে ব্রজ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিত্যানন্দ নিন্দুকের মাথায় লাথি মারবার কথা বলেছেন, আমাদের গুরুবর্গ শাসন করেছেন। আমি একটু আধটু শাসনের ভাগী হয়েছিলাম। কঠিন শাসন দেখেছি। রোগ যত কঠিন হয় ঔষধের Power বাড়াতে হয়।

আমার শাসন শুনে যখন কেউ কাঁদতে থাকে তা দেখে আমি অনেক সময় আনন্দ অনুভব করেছি কারণ জানতাম চোখের জলের সঙ্গে তার হৃদয়ের ময়লা বেরোবে আর সে ভক্তিতে আনন্দ পাবে। আমি নিজে অনুভব করেছি শাসন যত কঠোর হবে ততোই ভক্তিতে Purity আসবে। স্নেহ দিয়ে ভক্তিতে উৎসাহিত করা যায় কিন্তু বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, না হলে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলতেন না—

'ভক্তিমার্গ ইহ কোটি কন্টকরুদ্ধ।'

শাসন কত সুন্দর তা অনেকেই দেখিয়ে গেছেন।

আমি আজও শাসন করি কালও শাসন করব। এরজন্য যদি আমাকে পাঠিয়ে থাকেন কৃষ্ণ তাহলে এতে আমার কি দোষ! আমাকে যারা গালাগালি দেবেন তাতে আমার লাভ সন্দেহ নাই। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী 'স্বদোষদর্শিতা' কে আমি ভালোবাসি, নিজের দোষ দর্শন করে বড় হয়েছি, অন্যকে

শিখাই নিজের দোষ দর্শন করো না'হলে বড় হতে পারবে না। আমি অন্যের দোষ দর্শন করি তার সংশোধন করবার জন্য। মিশনের সাধারণ সেবক থেকে বড় পর্যন্ত সকলকে শাসন করেছি।

এই মিশনে অনেক বৃক্ষ আছেন তাদেরকে আমি কষ্ট দিয়েছি আবার এত ভালোবেসেছি যে তাদের ফুল ফল উৎপন্ন করে কৃষ্ণের চরণে পৌঁছে দিয়ে তাদের বৃক্ষ জন্মকে সার্থক করেছি। তারা আমার হয়ে সাক্ষী দেবে আর সেই সাক্ষী নিয়ে আমি গোলকের পথে যাব আর আপনাদের মধ্যে যাদের এইটা বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে যে অনুশাসন ব্যতীত জীবন হয় না তারা আমার এই অনুশাসন ধরে আমার সাথে গোলকের দিকে চলুন, আমি খুশী হব।

তিনজন গুরুদেবকে আমি দেখেছি তাঁদের গুরু বলে বরণ করেছি, তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছি আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছি। এই করতে করতে আজ আমাকে গুরুর আসনে বসতে হয়েছে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে গোস্বামীগণের সেবা করতে করতে গোস্বামী হওয়া যায় পরশমণির ন্যায়। মহাজনগণের সেবা করতে করতে আজ আমার নামের আগে অষ্টোত্তরশতশ্রী (১০৮শ্রী) জুড়ে গেছে। কারণ যাঁদের সেবা করতে করতে জীবনপাত করেছি তাঁদের অষ্টোত্তরশত শতশ্রী বললেও বেশী বলা হয় না। আমি সারা জীবন শরীর খাটিয়েছি, মাত্র পনেরো বছর সংসারে থেকে বাকী ৪৫ বছর মঠে হরিসেবায় জীবন পাত করেছি, এটা সকলের কাছে একটা নিদর্শন। সেই এতগুলো বছরের সেবার প্রাপ্তি হিসেবে গুরুপদে বসেছি। আমার ইচ্ছা নেই আমাকে বসিয়েছে, যোগ্যতা নেই বসতে হয়েছে। কিন্তু আমি জানি একটা সেবা থেকে দ্বিতীয় সেবা সেখান থেকে তৃতীয় সেবা এবার চতুর্থ সেবায় এসেছি। 'গো' শব্দে ইন্দ্রিয়, সেই ইন্দ্রিয়কে যিনি জয় করেছেন তিনি গোস্বামী। এই প্রাপ্তিটা ওপর থেকে এসেছে তাই আজ আমাকে আপনারা ''গুরু গোস্বামী ঠাকুর'' বলে ডাকছেন। এতে উৎফুল্লিত হওয়ার কিছু নেই আমার। এক একটি ধাপ পেরিয়ে আজ আমি মিশনের President পদে। President মানে দাসানুদাস, আজকে আপনারা আমার গুণগান গাইছেন এটা আমার গুণগান নয় আমার মাধ্যমে কৃষ্ণের গুণগান করছেন। আজকে আপনারা যে যৌতুক দিয়েছেন, প্রণাম করছেন আমি চিন্তা করছি প্রণাম নেওয়ার যোগ্য কিনা আমি? অনেক বিশ্লেষণ করে দেখলাম প্রণাম নেবার যোগ্যতা আমার নেই, প্রণাম নেবার জন্য বাড়ী ছেড়ে আসি নাই, প্রণাম নেওয়ার কথা গৌড়ীয় মঠের কোন সিদ্ধান্ত নেই। গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত বলছেন—

''আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হৈলে
অমানী না হব আমি।''

সিদ্ধান্তগত ভাবে দেখলাম প্রণামটা হরিসেবার ফলস্বরূপ তাই এটা হরির কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। যখন আমি ঠাকুরকে প্রণাম করি, গুরুবর্গকে প্রণাম করি, পূর্বাচার্য শ্রীল ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের কথা চিন্তা করি তখন দেখা যায় উনি আমাকে বলছেন আমাকে দাও আমি ওপরে পাঠিয়ে দেব। এইরকম করতে করতে দেখা যাচ্ছে আমার সব পূজা আজকে শ্রীল পরিব্রাজক মহারাজের শ্রীচরণে পৌঁছচ্ছে। যারা তাঁর আশ্রিত শিষ্য আছেন যারা গুরুকে অন্যরূপে দেখছেন, যাদের মনে কিছু সংশয় আছে নিঃসংশয়ে আপনারা বুঝতে চেষ্টা করবেন আজকে আমার হাতে যা কিছু আসছে সেই পরিব্রাজক মহারাজের চরণ প্রান্তে চরণে পৌঁছে দিচ্ছেন আর তা ক্রমে কৃষ্ণের চরণে যাচ্ছে।

আজকে জন্মাষ্টমী মহোৎসবের শততম বর্ষপূর্তি, প্রভুপাদ ১৯২০ সালে ১নং উল্টোডিঙ্গি জংশন রোডে জন্মাষ্টমী মহোৎসব শুরু করেছিলেন। আজ থেকে তিনদিন পর জন্মাষ্টমী আপনারা সবাই জন্মাষ্টমী উৎসবে মেতে যান।

কৃষ্ণ আরাধনা করুন, কৃষ্ণ মুখে বলুন, কৃষ্ণ বলে নাচুন, কৃষ্ণের মন্দিরটা ঝাড়ু দিন। আপনারা যারা ঝাড়ু দেবেন, বাসন মাজবেন তারাই সবচেয়ে বড় গুরুপূজা করবেন আর তার থেকে আমি বেশী আনন্দ পাবো। আমাদের মঠ এখন সমস্ত ফুল ফল বৃক্ষ লতায় ভরে রয়েছে। আপনাদের মতো শিষ্য থাকতে অভাব কি, মঠে আসবেন প্রাণ ভরে সেবা করবেন। কেউ নাচবেন, কেউ কীর্ত্তনে বৈষ্ণবের সঙ্গে দোহার করবেন, কেউ নাট্যমন্দির মার্জন করবেন, কেউ ফুল তুলবেন—এই রকম সেবা করে জীবন ধন্য করুন। আপনাদের সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণলীলা প্রকাশিত হোক। সকলের চরণে আমার প্রণাম, সকলে আমার স্নেহ নেবেন সকলে আমার সঙ্গে গোলকের দিকে এগিয়ে চলুন।

''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥''

শ্রীদশমূল শিক্ষা

(কলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের ইষ্টগোষ্ঠী হইতে সংগৃহীত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) **সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা**

পরতত্ত্বের সমগ্রশক্তিকে পরাশক্তি বলা হয়।

''কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি তাতে তিন—প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি' নাম ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫১)

অনন্তশক্তি মধ্যে তিনটে প্রধান শক্তির উপর পরাশক্তি দাঁড়িয়ে আছে। চিদ্‌শক্তি পূর্ণরূপে চিন্ময় লোক ও মুক্ত জীবের মধ্যে কাজ করছে। জীব শক্তি অনু বা আভাসরূপে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবের মধ্যে কাজ করছে। ছায়ারূপে মায়াশক্তি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুর মধ্যে কাজ করছে। ভগবানের নাম, ধাম, বিগ্রহ, তুলসী, ভাগবত, গঙ্গা, গুরু-বৈষ্ণব রূপে চিদ্‌শক্তির প্রকাশ রয়েছে। তিনটে শক্তির কার্য স্ব-স্ব স্থানে প্রেরণ করছেন অর্থাৎ চিদ্‌জগত, জীবজগত ও মায়িক জগতে কার্য সম্পাদন করেও তিনি নিজে বিকারশূন্য থেকে পরমপুরুষ ভগবান লীলা বিলাস দ্বারা বিজয়লাভ করছেন।

স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরত-
স্তথা সংবিচ্ছক্তি-প্রকটিতরহোভাবরসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥

চিদ্‌শক্তির তিনটে বৃত্তি হ্লাদিনী, সম্বিৎ এবং সন্ধিনী। চিন্ময়জগতে স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুসত্ত্বা সন্ধিনী বৃত্তির দ্বারা প্রকাশিত। সে সকল বস্তুর সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধজ্ঞান সম্বিৎ শক্তির দ্বারাই সম্ভব হয় এবং সেসব বস্তুর থেকে ভগবান যে আনন্দ পান তা হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে। হ্লাদিনী শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীমতী রাধাঠাকুররাণী সখী, মঞ্জরীগণ নিয়ে প্রেমের ব্যবহারের দ্বারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। চিদ্‌শক্তির এই তিনটি বৃত্তির মাধ্যমে তিনি কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করছেন নানাভাবে কখনো ভক্তসঙ্গে কখনো গোপীগণের সঙ্গে পঞ্চরসের মাধ্যমে অন্তরঙ্গভাবে। গোলকে তিনি রসসমুদ্রে মগ্ন হয়ে বিরাজ করছেন।

স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতি পতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বের হয় তেমনি জীবসকল শ্রীহরির অঙ্গ হতে বের হয়। চিদ্‌সূর্যরূপ শ্রীহরি থেকে অপৃথক্ হয়ে জীব হরি থেকে নিত্যপৃথক্। শ্রীহরি প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াশক্তির অধীশ্বর আর মায়াশক্তি তাঁর বশীভূতা। সেই জীব স্বরূপাবস্থানে মুক্ত হয়েও সহজেই মায়ার বশযোগ্য কারণ জীবনিচয়, শ্রীহরির চিদ্‌কণ স্বরূপ অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ। শাস্ত্রে বলছে—'সূক্ষ্মাণাং অপি অহম্ জীব।'

স্বরূপার্থৈর্হীনান্নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ ॥

এই শ্লোকের মাধ্যমে জীবের বদ্ধতার কারণ তুলে ধরা হয়েছে। জীব তার স্বরূপের পরিচয় ভুলে স্বতন্ত্র সুখ বাসনা করে কৃষ্ণ থেকে বিমুখ হয়েছে। আর এই দোষে হরির ছায়ারূপ মায়াশক্তি তাকে স্বত্ত্ব-রজঃ ও তম এই তিনগুণের শিকল দ্বারা বদ্ধ করেছে। এবং স্থূল ও লিঙ্গরূপ দুইটি শরীর বা আবরণ দ্বারা ক্লেশ পরিপূর্ণ কর্মচক্রের মধ্যে ফেলে কখনো স্বর্গে কখনো বা নরকে ফেলে শাস্তি ভোগ করাচ্ছে।

''কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৮)

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥

জীবের বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় স্বরূপ বলছেন—কর্মচক্রে পতিত হয়ে জীব উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ কোন সুকৃতিবলে যদি তার হরিরসবিগলিত সাধুর দর্শন লাভ হয় এবং সেই সাধুর সম্যগ্ অনুগমনে অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত আদর করে তাঁর অনুগমন

করলে কৃষ্ণানুশীলন হয়। তখন জীব ক্রমে ক্রমে তার মায়িক দশা থেকে বেরিয়ে এসে স্বরূপজ্ঞানে স্থিতিলাভ করে এবং পূর্ণানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা লাভ করে।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥"

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমত-বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥

চিদ্‌জগত অচিদ্ জগত মানে অখিল ব্রহ্মাণ্ড হরির শক্তির পরিণাম। শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ বেদের মতের বিরুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ অনুযায়ী মায়ার সংস্পর্শে জীবের জীবত্ব আর মায়ার সংসার কেটে গেলে জীব ব্রহ্ম। তথা জীব ও মায়া দুইই ভগবানের শক্তির পরিণাম। আবার ব্রহ্ম শ্রীহরির অঙ্গকান্তি নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্লীল অতএব ব্রহ্মের বিকার সম্ভব নয় এবং ব্রহ্ম চিন্ময় বস্তু। আরো ভগবানের মায়িক শক্তির পরিণাম এই অচিদ্ জগতকে শঙ্করাচার্য্য অস্বীকার করলেন। তাই মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ কলির মল স্বরূপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে মতবাদ স্থাপন করলেন তাতে জীব ও ঈশ্বরের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ এবং মায়া ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ বর্তমান। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধেই জীব ও ঈশ্বরের কৃষ্ণ প্রেমের নিত্যত্ব সিদ্ধিলাভ করে তাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই বেদবিহিত সুবিমল তত্ত্ব।

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি পূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গানি শ্রদ্ধাপবিতহৃদয়ঃ সাধয়তি বা
ব্রজে সেবালুব্ধো বিমলরসভাবং স লভতে ॥

এখানে জীবের অভিধেয় বা সাধন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, ও পরিচর্যারূপ নয়টি অঙ্গের দ্বারা সাধক পবিত্র হৃদয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আদর পূর্বক ভজন করতে করতে ব্রজে রাধাগোবিন্দের নিত্য সেবা লাভের প্রতি সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট হবে এবং সাধনের চরম সীমায় সে ব্রজের বিমল সেবারস আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করবে।

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজন-জন-ভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎসুখমথো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে ॥

জীবের সাধ্যবস্তু যে কৃষ্ণপ্রেম তা এই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন। বদ্ধ অবস্থায় ভ্রমনশীল জীব কোন সুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গ লাভ করে সাধুর অনুগমনে রুচিযুক্ত হয়ে নবধাভক্তির সাধন করতে করতে তার মধ্যে ভাবের উদয় হয়। সেই ভাব উদয়ের পূর্বে, সে যে ঈশ্বরের অংশ এবং নিত্য কৃষ্ণের দাসত্ব করাই তার একমাত্র কর্তব্য এই সম্বন্ধ জ্ঞানে সে দৃঢ়তালাভ করে সেই অবস্থাকে স্বরূপাবস্থানে বলা হয়েছে। এই অবস্থায় সাধকের মধুররতি উৎপন্ন হয় এবং ব্রজে রাধাগোবিন্দের প্রেম সেবায় মধুর রসের যে সকল পরিকরগণ রয়েছেন তাঁদের কোন এক যূথের সেবিকা হয়ে সেবা করবার ভাব জাগ্রত হয়। তখন পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে প্রীতিময়ী সেবা লাভ হয়। সাধকের এটাই অতুলসুখ সম্পদ ও প্রেমের চরম অবস্থা। তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিচর্যারূপ মধুর রসের কোন এক সেবায় স্থিতিলাভ হয়। এটাই জীবের সাধ্যবস্তু কৃষ্ণসেবা সম্পদলাভ।

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্‌বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজন কৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্।
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥

দশমূলের মাধ্যমে জীবের শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে যে, প্রভু কে, জীবই বা কে, এই অচিদ্ বিশ্বই বা কি যা কিনা মায়ার আকর্ষণে আমাদের মোহিত করে ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শাস্ত্রে মহাজনের বাণীর অলোকে এসব বিচার করে আমাদের ভজন করতে হবে। অভেদাশা মানে আমিই ব্রহ্ম এই ভাব, ছলধর্ম্ম, কপটধর্ম, সামাজিক ধর্ম, দেহ ও মনোগত ধর্ম এবং নামাপরাধাদি সকল অপরাধ ত্যাগ করে হরিভজন চতুর সাধক সাধুসঙ্গে নিজস্বরূপ জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাম সংকীর্ত্তন রস পান করেন।

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥

বদ্ধ জীবের সকল অনর্থের মূলে একটাই মূল রোগ সেটা হলো 'অবিদ্যা'। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর সমগ্র শিক্ষাকে একত্র করে তার সার স্বরূপ দশটি মূল শিক্ষা নিয়ে দশমূল পাচন রূপে দশমূল শিক্ষা জীবের জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এটি যে প্রত্যহ আদর করে পাঠ করবে, অর্থ

বোধের সঙ্গে চলবেন হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং দশমূল শিক্ষার আলোয় আত্মোৎসর্গ করবেন তার ক্রমে অবিদ্যা দূর হবে। এবং সাধুসঙ্গে এক গোলকীয় সেবানন্দ লাভ করবেন। হৃদয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি প্রেমভাব পুষ্টতা লাভ করবে এবং আত্মার চিরশান্তি লাভ করবেন।

আমাদের জীবন কৃষ্ণ চেতনাময়, কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণ সেবাময়। অন্য যত প্রকার ভাব রয়েছে সব দূরে পালিয়ে যাবে কৃষ্ণদাসত্বে চির প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই যে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এতেই আমাদের আদর করা উচিত। 'তত্রাদরো নাপর'। ❑

কলকাতা মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় ও মিশনের পরিচর্যা পরিষদের উদ্দোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬০ তম তথা সর্বপ্রথম শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব হরিসংকীর্ত্তন মুখে সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, লণ্ডন হতে ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই আগষ্ট, রবিবার, ২০১৯ শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে এবং সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পরিচালনায় শ্রীগুন্ডিচা মার্জন মহোৎসব সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ভজন কুটীর, ভান্ডার ঘর, রন্ধন শালা, অতিথিশালা, বৃদ্ধাশ্রম আদি মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ অতি সুন্দরভাবে মার্জন করে নিজ নিজ হৃদয় মন্দির সুন্দর ও পবিত্র করেন।

গত ১৯ শে আগষ্ট, ২০১৯ সোমবার শ্রীগুরুপূজার অধিবাস দিবস শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির আলপনা দ্বারা শোভিত করা হয়। নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সুসজ্জিত মঞ্চ এবং পার্শ্বে শ্রীল শ্রীশ্রীগুরুদেবের আসন নির্দিষ্ট করা হয়। শ্রীমন্দিরে কদলীবৃক্ষ, মঙ্গল ঘট ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সকল গুরুবর্গের আলেখ্যে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় এবং তাঁদের কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যারতির পর রাত্রি ৯টায় সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের উদ্দন্ড নৃত্য কীর্ত্তনের দ্বারা অধিবাস কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে ৯.৩০ টা হতে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ শুরু হয়। একজন মঠবাসী ও একজন গৃহস্থ ভক্ত শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন।

২০ শে আগষ্ট ২০১৯ মঙ্গলবার মঙ্গলারতি, পরিক্রমা

শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবে শ্রীল গুরুদেব কর্তৃক স্ব-রচিত তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ

ও গুরুদেবের গৃহে বৈঠকী কীর্ত্তনের অন্তে সকাল ৯.৩০ মিঃ হতে নাট্যমন্দিরে ভজন কীর্ত্তনাদি অন্তে সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পরিচালনায় শ্রদ্ধাঞ্জলী পর্ব শুরু হয়। তিনি প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন পূর্বক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ আদি সন্ন্যাসীগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিজ নিজ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ক্রমে উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বীরভূম, ২৪ পরগণা, আসাম হতে আগত পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ নিজ নিজ শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠ করেন।

অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুর স্বভাবসুলভ ভক্তিতে গদগদ স্বরে উপস্থিত ভক্তদেরকে কৃপা আশীর্বাদ পূর্বক প্রত্যাভিভাষণ প্রদান করেন। এরপর শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের করকমলে ''শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর'' ও স্ব-রচিত ''আমার প্রভুর কথা'' ''গোলোকের

পথে'' গ্রন্থত্রয় প্রকাশিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের ভাষণ অন্তে গুরুপূজা ও আরতির পর সকল ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করেন। মধ্যাহ্ন আরতি অন্তে হাজার ভক্তমন্ডলীকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় ও রাত্রে সকল ভক্তগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠ করেন। এই ভাবে গুরুপূজা মহোৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়াম উদ্বোধন মহোৎসব

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়াম উদ্বোধন উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়, শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর, মন্ত্রী, সাংসদ, কলকাতা মেয়র এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় ও মিশনের পরিচর্যা পরিষদের উদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হতে অনতিদূরে বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রাঙ্গনে গত ১৩ ও ১৪ আগষ্ট, ২০১৯ মঙ্গল ও বুধবার বিশ্বের সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া শ্রীমতী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর করকমলে এই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়াম উদ্বোধন কার্য সুসম্পন্ন হয়। ঐ দিন বিকাল ৩ ঘটিকায় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের সমবেতকণ্ঠে জয়বন্দনা ও কীর্ত্তনের দ্বারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সূচিত হয়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী বৈকাল ৫.১০ মিঃ সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রাঙ্গনে শুভবিজয় করেন। সঙ্গে ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসাধন পাণ্ডে, কলকাতা মেয়র জনাব ফিরহাদ হাকিম, পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মাননীয়া মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা, উত্তর কলকাতার সাংসদ শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীশ্যামল কুমার সেন, সংগ্রহশালা বিশেষজ্ঞ শ্রীসরোজ ঘোষ, বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরী, গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাষ্ট এর আচার্য শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত মাধব মহারাজ, গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এছাড়া প্রায় ৫০০০ সাধু, সন্ত, শ্রদ্ধালু ভক্তগণ, লণ্ডন, আমেরিকা ও বাংলাদেশ থেকে আগত ভক্তগণ উক্ত সভার শোভাবর্দ্ধন করেন।

সভায় উপস্থিত সমস্ত অতিথিবৃন্দকে পুষ্পস্তবক, মালা, ব্যাচ ও মেমেন্টো দিয়ে বরণ করা হয়। প্রারম্ভিক স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। পরে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর মিউজিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে ভাবপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীশ্যামল কুমার

বাগবাজার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের উদ্বোধন করছেন পঃ বঃ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং 'ভাষাভাগবত' গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন

সেন গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়াম সম্বন্ধে অশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন এই মিউজিয়াম বর্তমান যুবসমাজকে প্রেরণা দিবে। পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী তার নাতিদীর্ঘ ভাষণে মিশনের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাকি কার্যের বিষয়ে কয়েকটি অনুদান ঘোষণা করেন। সবশেষে সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাষ্ট এর আচার্য শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত মাধব মহারাজ। ব্যাণ্ড সহযোগে জাতীয় সংগীত কীর্ত্তন অন্তে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। তথায় তিনি শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও আরতির অন্তে মিউজিয়ামের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। মন্দির পরিত্যাগ করবার পূর্বে যৎসামান্য প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐ দিন রাত্রে কিছু VIP মিউজিয়াম দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করেন। সর্বসাধারণের জন্য মিউজিয়ামের দ্বার ১৪ই আগষ্ট খোলা হয়।

১৪ ই আগষ্ট, বুধবার, ২০১৯ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হতে একটি বর্ণাঢ্য নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়ে শ্যামবাজার, রাজবল্লভ পাড়া, মদনমোহন ষ্ট্রীট্ , বিধান সরণী হয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সকাল থেকে অধিক বারিবর্ষণ জনিত কারণে পরিক্রমা সংক্ষেপ করা হয়। উক্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় ছিল প্রথমে সংকীর্ত্তন সহ প্রচার পার্টি, ক্রমান্বয়ে মঙ্গল কলসধারী মহিলাভক্তগণ, তুলসী বহনকারী ভক্তগণ, উড়িষ্যার জয়ঢাক সহ শতাধিক মহিলা ভক্ত, মহাপ্রভুর উপদেশ বাণী লিখিত পুরুষভক্তগণ, ট্যাবলোর মাধ্যমে পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যদেবের বিশাল বিগ্রহ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃদঙ্গের অধ্যাপক শ্রীহরেকৃষ্ণ হালদারের ৩২ মৃদঙ্গ বাদন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোকচিত্র সহ সুসজ্জিত ট্যাবলো, গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের পরিচালিত সংকীর্ত্তন মণ্ডলী আদি প্রায় ১০০০ ভক্তমণ্ডলী। বেলা ১০ ঘটিকায় মন্দিরে খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণের পর আলোচিত ধর্মসভা মঞ্চে বৈষ্ণব ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীধাম হতে আগত শ্রীধর গৌড়ীয় গুরুকুলম্ এর আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকিঙ্কর শ্রীধর মহারাজ, মায়াপুর শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠের আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার অবধূত মহারাজ। সকলে ''বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ বিচারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়ামের ভূমিকা'' সম্বন্ধে স্ব-স্বমহিমায় সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। দুপুরের প্রসাদের পর আবার বিকাল ৩ ঘটিকায় প্রফেসর সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ''Ideal of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the present World'' সম্বন্ধে National Seminar অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এ্যডুকেশন্যাল এ্যাণ্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর অধ্যক্ষ আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, Keynote Address প্রদান করেন Dr. Kalyan Kumar Chakraborty (Former Chancellor, National University of Educational and Research Institute), Guest of Honour Adddress প্রদান করেন Dr. Abhishek Bose (Former Head Of the Department of Comparative Indian Language

গৌড়ীয় মঠে মিউজিয়াম উদ্বোধনে শিশুদের সঙ্গে শ্রীল গুরুদেব ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

And Literature, University Of Calcutta), Chief Guest Address প্রদান করেন Dr. R. D. Choudhury (Former Vice-Chancellor, National Museum Institute, New Delhi), Presidential Address প্রদান করেন Professor Dr. Samaresh Bandyopadhyay (Eminent Educationist And Principle Advisor, North American Institute for Oriental and Classical Studies, U.S.A.)। সবশেষে মিশনের আচার্য শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর আশীর্বাণী প্রদান করেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ কিছুক্ষণ কীর্ত্তন প্রদর্শন করেন।

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়। উক্ত সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গৌড়ীয় মিশনের আচার্য পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, বৃন্দাবন গোবিন্দ কুণ্ডের আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ, মায়াপুর শ্রীচৈতন্য সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বৈখানস মহারাজ, নবদ্বীপ দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত অকিঞ্চন মহারাজ, মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপারঙ্গদ সন্ন্যাসী মহারাজ। সকল বক্তাগণ ''বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ বিচারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়ামের ভূমিকা'' সম্বন্ধে নিজ নিজ ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী খুব উৎসুক চিত্তে শ্রবণ করতে থাকেন। এছাড়া উপস্থিত সকল সন্ন্যাসীদের পুষ্পস্তবক, মালা, ব্যাচ ও মেমোণ্টো দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। সবশেষে গোবর্দ্ধন হতে আগত শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের কীর্ত্তন পার্টি অতীব সুন্দর কীর্ত্তন পরিবেশনের পর গৌড়ীয় মিশন হতে ব্রহ্মচারীদের নৃত্য ও কীর্ত্তন যোগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত বাউল কীর্ত্তন পরিবেশিত হয় ও মহামন্ত্র পরিবেশনের দ্বারা দুই-দিবসীয় সেমিনার সমাপ্ত হয়। প্রায় ৩০০০ ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়। ঐ দিন প্রায় ১৫০০ ভক্ত মণ্ডলী মিউজিয়াম পরিদর্শন করে আনন্দ লাভ করেন।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শততম শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, কলকাতা।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও সেবাসচিব ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজের পরিচালনায় অখিল মঙ্গলময় বাৎসরিক হরিসংকীর্ত্তন মহোৎসব বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের মধ্যে গত ১১ই আগষ্ট, ২০১৯ হইতে মহোৎসব পঞ্জী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে ভগবান ও তদীয় পার্ষদগণের পতিত পাবনী আবির্ভাবাদি তিথিপূজা প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত ধর্ম বিষয়িনী বক্তৃতা, শ্রীহরি সংকীর্ত্তন, ইষ্ট গোষ্ঠী প্রভৃতি গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি পালিত হচ্ছে।

১১ই আগষ্ট, ২০১৯ পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস এবং চারদিন ব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরাধা গোবিন্দ যুগলকে সুসজ্জিত দোলায় দোলানো হয়। চারদিন ব্যাপী এই আনন্দঘন ঝুলনোৎসব চলে।

১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেব প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি। ''শ্রীবলদেব প্রভুর ন্যায় বলীয়ান আর কে আছে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন 'বলভদ্রং বলোচ্ছায়াৎ''— পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর এই বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসবের ধর্মসভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করছেন

২৩শে আগষ্ট, ২০১৯ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব। বহুদূর-দূরান্ত হতে আগত সহস্র ভক্ত সজ্জন মন্ডলীর হৃদয়ভরা হরিধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ভোর সাড়ে তিনটা হতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, বৈঠকী কীর্ত্তন, মঙ্গল আরতি, পরিক্রমা আদি দৈনন্দিন ভক্ত্যঙ্গসমূহ সুনিয়মিত ভাবে পালিত হতে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরের বহির্দেশে বিশাল তোরণ, শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ভজনকুটীর বিচিত্র বর্ণের জরি, ফুলমালা পাতা ও আলোকমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীমন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উভয় পার্শ্বে মঙ্গলঘট কদলী বৃক্ষ আলপনা ধূপ দীপ দ্বারা এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অধিবাসের দিন বিকাল ৩-৩০ মিঃ হতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের মিলিত কণ্ঠে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, মহাজন কীর্ত্তনাবলী ও শ্রীল গোস্বামীপাদ রচিত কীর্ত্তন সমূহ চলতে থাকে। আলো ঝলমল মঞ্চে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এদিন সন্ধ্যা ৫টা হতে ৭টা পর্যন্ত জন্মাষ্টমী বিষয়ক এক দ্বি-দিবসীয় আলোচনা সভা আয়োজিত হয়।

২৩-২৪ আগষ্ট, ২০১৯ সন্ধ্যা ৬-৭টা এই মহতী সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট বক্তাগণকে ফুলের Boquet চন্দন, ব্যাজ এবং মেমেন্টো দ্বারা সন্মানিত করা হয়।

অতি গম্ভীর ও তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের Incharge শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ বলেন— "গৌড়ীয় মঠের পক্ষে ২০১৯ এক স্মরণীয় বৎসর। ঠিক একশো বৎসর পূর্বে ১৯১৯ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই জন্মাষ্টমী মহোৎসব শুরু করেছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১নং উল্টাডিঙ্গি রোডে। সেই বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা আজকের গৌড়ীয় মিশন।" শ্রীল গুরুদেব ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ৫টায় মঞ্চে উপবিষ্ট হলে ধর্মসভার বক্তাগণ মঞ্চে আসীন হন একে একে। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার লোকসভার সদস্য মাননীয় শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃবঃ সরকারের নারী শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী ডঃ শশী পাঁজা, গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, মিশনের সহ-সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী বাপী ঘোষ, শ্রীআভোলা রায় (Kolkata Ventures & MD & CEO Nearity (Delhi & Chicago), ডঃ সৌভিক চট্টোপাধ্যায় (বিভাগীয় প্রধান আইন JIS বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রী সন্দীপ আচার্য্য, (Chairman Serum Group, শ্রীরমেশ কুমার সরৌগী (সমাজকর্ম্মী (MD Sarogi Udyog), শ্রী জয়ন্ত সাহা (সমাজ কর্ম্মী কারুকৃৎ Advertising Pvt Ltd.) আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। মঞ্চে উপবিষ্ট বক্তাগণকে মাল্য, চন্দন, ব্যাজ এবং

নন্দোৎসবের একটি দৃশ্য

মেমেন্টো দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

ধর্মসভায় স্বাগত ভাষণে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভগবানের মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন—"ভগবানের কথা অমৃতময়। ভগবানের কথা যখন শ্রবণ করা হয় তখন মনে আনন্দ অনুভব হয়, তাই ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবনের পথে আমাদের চলতে হবে।"

অতঃপর শ্রীআভোলা রায় (MD & CEO) বলেন—"গোলক ধাম থেকে ধরাধামে ভগবান আবির্ভূত হন ভক্তগণের জন্য। ভগবান কলিযুগে নামরূপে এসেছেন।" শ্রীশৌভিক চ্যাটার্জী (H.O.D Law) বলেন—"আমাদের সাংসারিক জীবনে মায়া কাটানো প্রয়োজন, সত্য স্থাপন করা আর সত্যের পথে থাকা খুব কঠিন কাজ, শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ তারই ওপর রয়েছে যিনি প্রলোভন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।"

অতঃপর ৭ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রীবাপী ঘোষ মহাশয় বলেন—"গৌড়ীয় মিশন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা, শুদ্ধভাব প্রচার করে চলেছেন প্রায় শতবর্ষ ধরে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের দ্বারা সকল মানুষ একত্রীভূত হবে। গৌড়ীয় মিশনের ডাকে ভগবানের ডাকে তিনি সাড়া দিতে সদা সর্বদা প্রস্তুত।"

অতঃপর বিধানসভার সদস্যা নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ডঃ শশী পাঁজা বলেন—আমরা গর্বিত এইজন্য যে ভক্তির একটা রূপ Universal Brotherhood of man ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি এই শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রচার ও রক্ষা করে চলেছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সবকিছু করাচ্ছেন। তিনি বলেন গৌড়ীয় মঠের ভাবধারা সহিষ্ণুতা। ভজন কীর্ত্তন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার করতে হবে, গৌড়ীয় মঠের মানুষদের মত সহনশীল মানুষ আর কেউ নেই।"

মাননীয় সাংসদ শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"গৌড়ীয় মঠের সাধুগণ মানুষদের ছায়া দান করেন। বিশেষভাবে অন্যের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস, Brotherhood সৌভ্রাত্ববোধ গৌড়ীয় মঠের আদর্শ। যেটা মিশনের গুরুদেব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অতঃপর তিনি মহামন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সকলকে নৃত্যে সামিল করিয়ে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

অতঃপর শ্রী সঞ্জীব আচার্য্য, শ্রীগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোক সহযোগে ধর্মের যে সবকালে জয় হয় তা বলেন। তিনি বলেন "আমাদের উচ্চমার্গে আসতে হবে। ভগবানের নাম করলে উচ্চমার্গে যাওয়া যায়।"

অতঃপর পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রীল সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ গুরুবর্গের বন্দনা পূর্বক বলেন—পূর্বজ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই মঠ স্থাপন করেছেন যা আজ গৌড়ীয় মঠ গুরুবর্গের আশীর্বাদ নিয়ে ১০০ বছরে পদার্পণ করেছে।

নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

আমাদের angle পুঁজি যা কিছু তা তাঁরা দিয়ে গেছেন।

তিনি আরও বলেন—ভক্তবাৎস্যলতা গুণে ভগবান নিজেকে পর্যন্ত দিয়ে দেন।

সবশেষে তিনি অপ্রকট গুরুদেব শ্রীল গোস্বামীপাদের অনেক বাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাণীর উল্লেখ করে বলেন—"কৃষ্ণভক্ত চতুর কিন্তু মহাপ্রভুর অনুগ হয়ে যারা কৃষ্ণকে ভজনা করেন তারা চতুর শিরোমণি।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তাগণকে এবং ভক্তগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গৌড়ীয় মিশনের Book Department এর Incharge শ্রীপাদ হৃষিকেশ মহারাজ। তিনি বলেন মন যদি শুদ্ধ হয় তবে তা মথুরা বৃন্দাবন এর সমতুল। আমরা যাতে কৃষ্ণকে সতত মনের মধ্যে আনতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম প্রসঙ্গ

সংগ্রাহক—শ্রীবিমলা প্রসাদ দাসাধিকারী, বাংলাদেশ

কোন কালে কোন যুগে কোন মহারাজা, কোন মহাপুরুষ, কোন ভগবৎ অবতার পর্যন্ত যা করতে পারেন নাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবলীলাক্রমে সেই অসাধ্য সাধন করেছেন। মানব মনের সকল দুষ্ট বুদ্ধি, হিংস্রতা, পাপাচার প্রবণতা ইহ জগতের কোন উপায়ের দ্বারা অথবা আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভাবিত কোনো Mechanism-এর দ্বারা কোনো ভাবেই দূরীভূত করা যেখানে সম্ভব হয় নাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের দ্বারা নিমেষেই তা সম্ভব করেছেন। তিনি বলেছেন "পরম্ বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্"। ব্রহ্মাণ্ড খ্যাত মহাদুশ্চরিত্র, মহাপাপী জগাই-মাধাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাঁর পরশে লোষ্ট্র হয় কাঞ্চন, মহাপাপীও হয় মহাভাগবতোত্তম। যাঁর প্রেম-প্রীতি ধর্মের প্রবাহে উচ্চ-নীচ যোনী ভেদাভেদ ভুলে ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে করে কোলাকুলি, যবনকুলে আবির্ভূত হরিদাস ঠাকুরও হলেন পরশমণি নামাচার্য। এমনকি বনের হিংস্র প্রাণীকুল পর্যন্ত Animality ভুলে Divinity গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সিংহে হরিণে একই পাত্রে জলপান, কোলাকুলি, পরস্পর আলিঙ্গন ইত্যাদি অসম্ভব কার্য সংঘটিত হয়েছিল। এমন দয়ার অবতার কখনও কি হয়েছে না হবে! এমন অমন্দোদয় দয়া বিতরণ কেউ কি করেছে না করবে! তাই তো মহাজন বলেছেন, "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।" নিত্য চমৎকারীত্বে পরশ পেতে বিধৌত Divinity গুণে গুণান্বিত হতে এবং অনাবিল, নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি পেতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে হবে, এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

তাই এই অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের প্রকাশ "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম।" অনাদিকালের প্রবাহমান জড়চিন্তাস্রোত অন্ধযাত্রায় চৈতন্যের স্পর্শ ও নিত্যানন্দের পরশ দেবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম। World Class এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম ইন্দ্রিয় প্রাকৃত আনন্দ চর্চার মহাযজ্ঞে অপ্রাকৃত আনন্দের স্পর্শদানকারী। পরশ্রীকাতরতাশূন্য প্রজ্জ্বলিত লেলিহান শিখায় অপরিমেয় করুণার শীতল পরশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম। যাঁদের চিন্তা-চেতনায়, অক্লান্ত শ্রম ও অর্থানুকূল্যে এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁরা 'ভূরিদা জনা'। তাঁদের এই উদারতা অভাবনীয়-অতুলনীয়। তাঁদের শ্রীচরণে জানাই শতকোটি দন্ডবৎ প্রণাম।

বাগবাজারে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত

মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ১৩ ও ১৪ আগষ্ট, মঙ্গল ও বুধবার, ২০১৯ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বাগবাজার দুর্গোৎসব প্রাঙ্গনে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধ-বনিতাসহ প্রায় ১৫০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। ডঃ ইন্দিরা বনিক ও ডঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ মহাশয় উপস্থিত সকলকে যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার কার্যাবলী—২০১৯

১।	২৮।০৮।২০১৯—০৯।০৯।২০১৯	মুম্বাই গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
২।	১৪।০৯।২০১৯—১৭।০৯।২০১৯	কলকাতা গৌড়ীয় মঠ
৩।	১৮।০৯।২০১৯—২৫।০৯।২০১৯	গোদ্রুম গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৪।	২৭।০৯।২০১৯—০১।১০।২০১৯	পাটনা গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৫।	০১।১০।২০১৯—০৫।১০।২০১৯	বারাণসী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৬।	০৬।১০।২০১৯—১৫।১০।২০১৯	লক্ষ্মৌ গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৭।	১৬।১০।২০১৯—২৮।১০।২০১৯	সাধুসঙ্গে বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ড পরিক্রমা
৮।	২৯।১০।২০১৯—০১।১১।২০১৯	দিল্লী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৯।	০২।১১।২০১৯—০৬।১১।২০১৯	এলাহাবাদ গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১০।	০৭।১১।২০১৯—০৯।১১।২০১৯	মোগলসরাই গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১১।	১০।১১।২০১৯—১২।১১।২০১৯	কলকাতা গৌড়ীয় মঠ
১২।	১৩।১১।২০১৯—১৭।১১।২০১৯	শিলিগুড়ি গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১৩।	১৮।১১।২০১৯—২০।১১।২০১৯	দিনহাটা, ধূপগুড়ী, কোচবিহার প্রভৃতি
১৪।	২১।১১।২০১৯—২৬।১১।২০১৯	গুয়াহাটী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)

শ্রীঊর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক
মথুরা–বৃন্দাবন ধাম পরিক্রেমণ ও গয়া, কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, জয়পুর, করৌলি, নাথদ্বার আদি তীর্থসমূহ দর্শন

শ্রদ্ধালু ভক্তগণ,

এই বৎসর কার্ত্তিকমাসে ঊর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ২৪শে আশ্বিন, ১৪২৬ (ইং ১১ই অক্টোবর, ২০১৯) শুক্রবার হইতে ১৩ই কার্ত্তিক (ইং ৩১শে অক্টোবর, ২০১৯) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রায় ২১ দিন ব্যাপী উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদি যথা নৈমিষারণ্য, জয়পুর, করৌলি, নাথদ্বার, গয়া, কাশী, প্রয়াগ আদি বিভিন্ন তীর্থ ও মথুরা বৃন্দাবন দর্শন পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত যাত্রা কলকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বাসযোগে ১১ই অক্টোবর, ২০১৯ শুক্রবার শুভারম্ভ হইবে। শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ, আপনারা দামোদর মাসে শুদ্ধভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন সহযোগে উক্ত তীর্থসকল ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন।

বর্তমান বাসভাড়া, বাড়ীভাড়া ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশনের পরিচালক মণ্ডলী সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য থাকা, খাওয়া বা গাড়ী ভাড়া সহ সর্বসাকুল্যে ১৫,১০০/- (পনেরো হাজার একশত) টাকা প্রত্যেক যাত্রীপিছু ধার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা বৃন্দাবন অথবা মথুরা হইতে পরিক্রমায় যোগদান করিবেন তাহাদের ১২,১০০/- (বারো হাজার একশত) টাকা জনপ্রতি জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক যাত্রী ভোটার কার্ড বা ID কার্ডের জেরক্স কপি এবং অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া শীঘ্র নাম নথিভুক্ত করিবেন।

নিবেদন ইতি ---সজ্জন কিঙ্করাভাস

যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩৪৩০৭১০, ৯০৫১৭৮১৪৯৩

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী, (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

পরিক্রমা-পঞ্জী

11-10-2019,	শুক্রবার	ঃ সকাল ৭.৩০ টায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে (বাসযোগে) রওনা হয়ে গয়াতে রাত্রিবাস।
12-10-2019,	শনিবার	ঃ গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট, ফল্গুনদী, বুদ্ধগয়া দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
13-10-2019,	রবিবার	ঃ গয়া থেকে বেনারস যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
14-10-2019,	সোমবার	ঃ বেনারস দর্শন (কাশী বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, আদিকেশব, বিন্দুমাধব, চৈতন্যবট, সঙ্কটমোচন আদি দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
15-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ বেনারস থেকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা ও তথায় রাত্রিবস।
16-10-2019,	বুধবার	ঃ নৈমিষারণ্য দর্শন করে বৃন্দাবন যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
17-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ বৃন্দাবন থেকে করৌলীতে শ্রীমদনমোহন দর্শনান্তে জয়পুরে রাত্রিবাস।
18-10-2019,	শুক্রবার	ঃ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ জীউ, শ্রীরাধা দামোদর জীউ ও গলতা পাহাড় দর্শনান্তে নাথদ্বার যাত্রা (রাত্রিতে যাত্রা)।
19-10-2019,	শনিবার	ঃ নাথদ্বারে শ্রীনাথ জী দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
20-10-2019,	রবিবার	ঃ নাথদ্বার থেকে বৃন্দাবন যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
21-10-2019,	সোমবার	ঃ শ্রীল গোস্বামীপাদের ১ম বার্ষিক বিরহ তিথি উদ্‌যাপন ও শ্রীবৃন্দাবন স্থানীয় দর্শন।
22-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, আদিকেশব, বিশ্রাম ঘাট, ভূতেশ্বর মহাদেব, মধুবন, তালবন দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
23-10-2019,	বুধবার	ঃ গোকুল মহাবন, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, রাভেল, রমনরেতি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
24-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ বৃন্দাবনে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
25-10-2019,	শুক্রবার	ঃ নন্দগ্রাম, বর্ষানা, যাবট, সঙ্কেত, পাবন সরোবর, প্রেম সরোবর আদি দর্শন ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
26-10-2019,	শনিবার	ঃ মানসরোবর, বেলবন, ভাণ্ডীরবন, বংশীবট, চীরঘাট আদি দর্শন ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
27-10-2019,	রবিবার	ঃ গিরিরাজ পরিক্রমা ও রাধাকুণ্ড মঠে দীপাবলী মহোৎসব ও তথায় রাত্রিবাস।
28-10-2019,	সোমবার	ঃ রাধাকুণ্ড মঠে অন্নকূট মহোৎসব উদ্‌যাপন ও রাত্রে এলাহাবাদ উদ্দেশ্যে রওনা ।
29-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ এলাহাবাদ-এ স্থানীয় দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
30-10-2019,	বুধবার	ঃ পাটনা উদ্দেশ্যে রওনা ও তথায় রাত্রিবাস।
31-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ পাটনা থেকে কোলকাতা প্রত্যাবর্তন।

—ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

এই সময় অল্প শীত পড়ে, এইজন্য হাল্কা গরম পোষাক, হাল্কা বিছানা, ঘটী, বাটী ও টর্চ সঙ্গে লইবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখিবেন। প্রতিবন্ধী, অতিবৃদ্ধ, অত্যাধিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইবে না। যাত্রাকালীন পরিচালক মণ্ডলীকে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করিতে প্রার্থনা। কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৪৩৩৪৩০৭১০ ফোনে যোগাযোগ করিতে প্রার্থনা।

বিঃ দ্রঃ—কার্য্যানুরোধে উপরোক্ত পরিক্রমা সূচী পরিবর্তনযোগ্য।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/09/2019

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003.
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাদির গুরুত্ব। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক কৌলিন্য (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৩) আমার প্রভুর কথা ১৪) গোলোকের পথে ১৫) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ১৬) ভাগবতামৃত (তৃতীয় খণ্ড)। হিন্দি (১) কিশোরো গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও প্রকাশন কার্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org